আয়নায়দিন

5 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষার্থীরা বিপাকে
দ্রুত এই অবস্থার অবসান হোক

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ যদি অনুকূলে না থাকে, তবে তাতে যে শুধু শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হবে এমন নয় বরং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সমস্ত জাতির ওপরই। কেননা সুশিক্ষিত জাতি গঠন না করতে পারলে প্রজন্ম পরম্পরায় নানা ধরনের অনৈতিক কাজ বেড়ে যাবে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের যে সমাজ তা নিশ্চিতভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তাই ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের স্বার্থেই শিক্ষার পরিবেশকে করতে হবে শঙ্কামুক্ত ও জ্ঞানার্জনের সঠিক ক্ষেত্র।

সম্প্রতি ধারাবাহিক হরতাল কর্মসূচিতে যেভাবে বিপাকে পড়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা, তা রীতি মতো উদ্বেগের। আর এটা স্পষ্ট যে, ক্রমাগত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা কয়েক দফা পিছিয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলেও এর প্রভাব পড়বে। এই উদ্বেগ ও শঙ্কা থেকেই বিশিষ্টজনরাও শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে হরতাল না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আমরাও মনে করি একটি গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ, আন্দোলন অবশ্যই যৌক্তিক। কিন্তু তা যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা শিক্ষা ও দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করছে, তবে সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সঠিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করার অধিকার যেভাবেই হোক নিশ্চিত করতে হবে। টানা হরতালে চলমান এসএসসি ও সমমানের পাঁচটি পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এসএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালের ৩৭টি বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। এই যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষাগুলোর চিত্র হয়ে দাঁড়ায়, তবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ও পরীক্ষার ফলাফল কীরূপ হবে তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বারবার পরীক্ষা পেছানোর ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবসহ, একের পর এক পরীক্ষা পেছানোয় খাতা দেখায় দেরি হবে এবং ফলাফলেও এর প্রভাব পড়বে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে না পারলে অন্য পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও বিঘ্ন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। আর শুধু পরীক্ষাই নয়- হরতালের পরিস্থিতিতে ও সৃষ্ট সহিংসতার ফলে ক্লাস হচ্ছে না। এভাবে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলে সময়মতো সিলেবাসও শেষ করা যাবে না। সারাদেশের চলমান চিত্রকে পর্যবেক্ষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা রাজনীতিবিদদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। অথচ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন ইস্যু তৈরি হওয়াসহ যাবতীয় প্রতিবাদের পন্থা এমন হওয়া উচিত যাতে করে জনজীবন বিপর্যস্ত ও শঙ্কায় পর্যবসিত না হয়। কিন্তু তা তো হচ্ছেই না বরং তাতে জনসাধারণ যেমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তেমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার্থীরা।

> পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে না পারলে অন্য পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও বিঘ্ন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলে সময়মতো সিলেবাসও শেষ করা যাবে না।

এই অবস্থায় আমরা সরকার ও দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিকভাবে আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থেকে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই। কেননা এই অবস্থায় যেভাবে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাসহীন হয়ে পড়েছে এবং একেরপর এক পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে তাতে করে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও চলছে একই চিত্র। তাই যত দ্রুত সম্ভব সমাধানের পথ বের করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ না করতে পারলে কোনো অর্জনই দেশের জন্য ইতিবাচক হবে না। দেশের স্বার্থেই শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে। আর এর জন্য সরকারকে নিতে হবে সঠিক পদক্ষেপ। আমরা প্রত্যাশা করি দ্রুত শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সমাধানে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো উদ্যোগী হবে।